স্বেচ্ছাসেবকদের কাছে আমাদের অনেক ঋণ

কল্যাণ বা মঙ্গল চিন্তা মানব সভ্যতার মৌল গুণাবলীর অপরিহার্য অঙ্গ। এটি আদিকাল থেকে চলে আসছে, বর্তমানে চলছে এবং ভবিষ্যতেও চলবে। অর্থনৈতিক সুবিধা বা বস্তুগত লাভের আশা না করে সমাজের মানুষের অগ্রগতি বা উন্নয়নের মহৎ প্রয়াসকে সাধারণত স্বেচ্ছাসেবা হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়।

৫ ডিসেম্বর আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাসেবক দিবস। সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে স্বেচ্ছাসেবকদের ভূমিকা ও গুরুত্ব ব্যাখ্যাপূর্বক তাদের অবদানকে গণমানুষের কাছে উপস্থাপনের লক্ষ্যে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ ১৯৮৫ সালের ১৭ ডিসেম্বর গৃহীত এক প্রস্তাবে এই দিবসটিকে বিশ্বব্যাপী আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাসেবক দিবস হিসেবে পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। তারপর থেকে জাতিসংঘভুক্ত সকল সদস্য-দেশে এই দিবসটি স্বেচ্ছাসেবক দিবস হিসেবে পালিত হয়ে আসছে। বস্তুতপক্ষে, স্বেচ্ছাশ্রমের মানবিক দিকের গুরুত্ব উপস্থাপনপূর্বক স্বেচ্ছাসেবীদের স্বীকৃতি দানের লক্ষ্যে বিশ্বব্যাপী এই দিবসটি পালিত হয়।

স্বেচ্ছাশ্রমের সর্বজনস্বীকৃত একক কোনো সংজ্ঞা নেই। দেশ-কাল, স্থান-পাত্র ইতিহাস-ঐতিহ্যভেদে স্বেচ্ছাশ্রমের রূপ ভিন্ন হয়। তবে সর্বত্রই এর অভ্যন্তরে একটি অন্তশীলা ফল্গুধারা বহমান থাকে- আর তা হলো মানব-কল্যাণ। স্বেচ্ছাশ্রমের ফলভোগী ব্যক্তি ও সমাজ - উভয়ই। সাম্প্রদায়িক হানাহানি ও বিচ্ছিন্নতা দূর করে সামাজিক সম্প্রীতি ও সংহতি বিনির্মাণে স্বেচ্ছাশ্রমের কোন বিকল্প নেই। বস্তুতপক্ষে স্বেচ্ছাশ্রম মহৎ কোনো লক্ষ্য অর্জনের কার্যকরী একটি হাতিয়ার। আর সে লক্ষ্য হতে পারে বহুমাত্রিক- দারিদ্র বিমোচন থেকে শুরু করে স্বাস্থ্যরক্ষা, বেকারত্ব দূরীকরণ, পরিবেশ সংরক্ষণ, নিরক্ষরতা দূরীকরণ ইত্যাদি।

জাতিসংঘ স্বেচ্ছাশ্রমকে সাধারণত চারভাবে ভাগ করে থাকে- স্বীয় অথবা পারস্পরিক প্রচেষ্টায় স্বাবলম্বী হবার প্রয়াস, পরহিতার্থে বা পরার্থপরতার মাধ্যমে উন্নয়ন সাধন, অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে কিছু অর্জন ও মহৎ কোন উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত প্রচার-প্রচারণা চালানো। এগুলো সমাজভেদে ভিন্ন হলেও পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই এর নজীর চোখে পড়ে।

স্বেচ্ছাশ্রমের মূলে উন্নয়নের মহৎ আকাঙ্খা নিহিত থাকলেও প্রায়শই স্বেচ্ছাসেবীদের এই শ্রমের কোনো অর্থনৈতিক মূল্যায়ন করা হয় না। কারণ স্বেচ্ছাশ্রমে অর্জিত উন্নয়ন বা কল্যাণের প্রাতিষ্ঠানিক বা জাতীয়ভাবে স্বীকৃত এমন কোনো মানদণ্ড নেই যা দিয়ে কাজগুলোর গুরুত্ব বা মূল্যায়ন করা সম্ভব। তবে যে কোনো দেশের জাতীয় গড় উৎপাদনে স্বেচ্ছাসেবকদের অবদানের বিষয়টি আজ এক বাস্তব সত্য। দেশ-ভেদে এই অবদানের পরিমাণ ৮ থেকে ১৪ শতাংশ পর্যন্ত হয়ে থাকে।

সিংগাপুরের এক জাতীয় সমীক্ষায় দেখা গেছে সে দেশে গড় জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধির হারের চেয়ে স্বেচ্ছাশ্রমে অর্জিত বৃদ্ধির হার প্রায় ৬০ শতাংশ বেশি। সেন্ট হেলেনা তাদের দ্বীপবাসীর প্রায় এক-পঞ্চমাংশকে স্বেচ্ছাশ্রমের অবদানের জন্য বিশেষ স্বীকৃতি প্রদান করেছে। দক্ষিণ আফ্রিকার অলাভজনক প্রতিষ্ঠানগুলোর কর্মরত শ্রমশক্তির শতকরা ৪৩ ভাগ স্বেচ্ছাসেবক। অন্য এক সমীক্ষায় জানা যায়, উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করা গেলে ফিনল্যান্ডের এক-তৃতীয়াংশ মানুষ স্বেচ্ছাসেবক হতে ইচ্ছুক। আলবেনিয়ার অপেক্ষাকৃত সুবিধা-বঞ্চিত শ্রেণীর লোকজনের মধ্যে স্বেচ্ছাশ্রমের প্রতি আগ্রহ বেশি। আফ্রিকার কোনো কোনো

পরবর্তী পৃষ্ঠা দেখার জন্য ক্লিক করুন